সংবাদ

তারিখ ... 28 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা : সোমবার ১৫ বৈশাখ ১৪১৫
Dhaka : Monday 28 April 2008

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেটিং সিস্টেম অপরিহার্য

গত শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, উচ্চ শিক্ষার সমস্যা ও জাতীয় উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেটিং সিস্টেম প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়েছে। রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি) চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেন, পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পারফরমেন্স মূল্যায়ন করার জন্য রেটিং সিস্টেমের প্রবর্তন করতে হবে। যেন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তিনি প্রতি ৬ মাস অথবা এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রেটিং প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাশ্চাত্যের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে প্রতিষ্ঠা করা হলেও পাশ্চত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো রেটিং সিস্টেম প্রবর্তন করেনি। শিক্ষা খাতে দুর্নীতি সম্পর্কে ভয়াবহ পরিণতির কথা বলেন সাবেক উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'শিক্ষা খাতের দুর্নীতি দেশের অন্যান্য খাতে ছড়াচ্ছে। শিক্ষা খাতের দুর্নীতি মানুষকে ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় বাধা। অন্যান্য খাতের দুর্নীতি পাঁচ-সাত বছরে বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষা খাতের দুর্নীতি কয়েক প্রজন্মকে বহন করতে হবে।' শিক্ষা খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'অন্যান্য খাতের মতো দুষ্টের দমন করে শিক্ষা খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব নয়। এ খাতের ব্যবসা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য আয়কর আদায় করাসহ যা কিছু করা দরকার সরকারকে তা করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মানদণ্ডের বিচারে চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বানাতে দেয়া ঠিক হবে না।'

খুব সংক্ষেপেও দেশের শিক্ষা খাতের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি এবং সঙ্কটের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে সাবেক এই উপদেষ্টার বক্তব্য থেকে। অতি সঠিকভাবেই বলা হয়েছে অন্যান্য খাতের দুর্নীতি অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও শিক্ষা খাতের দুর্নীতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বহন করে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রজন্ম তৈরি হতে থাকবে। শিক্ষা খাতের এ দুর্নীতি মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শেকড় থেকে পচন ধরাচ্ছে। আজকের এই দুনিয়ায় মানবসম্পদই হচ্ছে সার্বিক উন্নয়নের মৌলিক পূর্বশর্ত। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রটিতে পচন ধরেছে।

বস্তুত শিক্ষা খাতে, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা খাতে চলছে শিক্ষার নামে লাগামহীন ব্যবসা। বেসরকারি যেসব বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোও প্রধানত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পরিচালিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এবং দুর্নীতির উদ্ভবের একটি প্রধান কারণ শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই ব্যবসায়িক মনোভাব। সুতরাং শিক্ষা খাতের দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হলে সর্বপ্রথম পাবলিক এবং বেসরকারি খাতে শিক্ষক কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেটিং সিস্টেম প্রবর্তন এখন একান্তভাবেই অপরিহার্য। এ মুহূর্তে কী সরকারি, কী বেসরকারি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফরমেন্স সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণা দেশবাসীর নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন স্বচ্ছতাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা ছাড়াই সেখানে ভর্তি হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যেহেতু মানোন্নয়নের জন্য কোন প্রতিযোগিতাই নেই। প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে নিজের মতো করে। রেটিং সিস্টেম প্রবর্তিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতায় আবহ তৈরি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাধ্য হবে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের মান উন্নয়ন করতে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে আমরা 'ব্যবসা' বন্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছি, একই সঙ্গে মানোন্নয়নের ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে রেটিং সিস্টেম প্রবর্তনেরও সুপারিশ সমর্থন করছি।